Supro Position Paper 15

Increasing Poverty and MDGs achievement
Is poverty-free Bangladesh possible?

MDG 1: Eradicate extreme poverty and hunger

July 2007

We are living in neo liberal economic era where from life of human being to any product goes under business activity. Trend of business & investment in business project has reached such a level that this activity crossed the boundary of national state. Multinational Companies & their allies split the border of countries and incorporate different countries into one for business purpose. Foreign Direct Investment undermines local industry, lead to lay off & creates unemployment for a lot of people. Due to unequal distribution of wealth rich people are becoming more rich and poor people getting marginalized.

- Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
- Goal 2: Achieve universal primary education
- Goal 3: Promote gender equality and empower women
- Goal 4: Reduce child mortality
- Goal 5: Improve maternal health
- Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
- Goal 7: Ensure environmental sustainability
- Goal 8: Develop a global partnership for development

At the dawn of a new millennium heads of states and Government gathered at United Nations Headquarters in New York from 6 to 8 September 2000 and signed in the Millennium Declaration to manage this inequality between rich and poor. For strong economic growth and to reduce poverty of developing countries member countries of UN proposed some goals which are recognized as Millennium Development Goals or MDGs. MDGs are time bound goals, targets and Indicators which need to achieve by 2015.

Poverty situation of Bangladesh
Bangladesh first surveyed its poverty situation in 1973-74 to get poverty scenario. Then survey method was Household Income & Expenditure survey (HIES). In HIES, food intake and Direct Calorie intake method were used. Daily per capita 2112 K calorie and 1805 K calorie were considered respectively as relative poverty and hard core poverty.

According to HIES, poverty headcount ratio was 58.8% in 1991-92, which has been reduced as 49.8% in 2000. In respect of statistical index such as Poverty gap index and Squired Poverty gap, during last decade poverty has reduced in national, rural & urban level. In that period poverty has reduced one percentage point every year.

MDG and Poverty of Bangladesh
Bangladesh has two targets to achieve this goal. First target is to halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day. According to base year 1991, 58.8% people earned less than one dollar a day. By 2015 it has to be reduced 29.8%.

Eradicate extreme poverty and hunger by 2015

Index	Base year 1990	Current situation	Rate of progress	Time will need
Proportion of opulation below $1 (PPP) per day	58.8%	40.9%	1%	2019
Poverty gap ratio	17.2%	10.9%	0.3%	2028
Share of poorest quintile in national consumption	—	9.1%	Negative	Uncertain
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption	28%	36%	Negative	Uncertain

To monitor this target there are some indicators. Ratio & types of people whose income is less than one dollar a day stood 40.9% in 2007. This was 58.8% in base year 1990-95 and 49.6% in 2002-02. Currently poverty gap ratio is 10.9%, which was 17.2% in base year 1990-95. Share of Poorest quintile in national consumption is now 9.1%.

Second target is to halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger. According to base year 1991, 28% of people suffered from acute hunger. It has to be reduced 14% by 2015. There are two indicators in this target; percentage of people living in hard core poverty is 36% in 2007, though it was supposed to be 21% according to the target. In 2007 prevalence of underweight children under-five years of age is 47.5%, which was 67% in 1990-95 and 51% in 2002-02.

>> read more

Recent trends of Poverty

In recent days though poverty rate is declining number of poor people is increasing. Poverty has been reduced 7% during 1991 to 2005, but total number of poor people increased 4.4 million in this period. On the other hand, only from 2000 to 2005, number of hard core poor people increased 3 million.

According to latest survey of HIES 2005 of Bangladesh Bureau of Statistics, 56 million people live under poverty line. In 1991-92 total number of poor people was 51.6 million and in 1995-96 increasing number reached at 55.3 million. In 2000 number of poor people was 55.8 million. From 1991 to 2005 in this 15 years more than 4.4 million people has been added to poverty line.

World Trade Organization & MDG

There are serious implications of the AoA (Agreement on Agriculture) and its implementation for the realization of MDGs. Firstly, the continued existence of the inequitable AoA, and the effects of its implementation is a major blow to the spirit of Goal 8. Developing countries can forcefully argue that the AoA symbolizes hypocrisy and double standards that make a mockery of goal 8.

Secondly, continued protection in rich countries prevents developing countries from expanding their export revenue. AoA is contributing to the liberalization of food imports in developing countries, to the displacement and loss of livelihoods of small farmers and the deterioration of the food security situation nationally. All of this makes it even more difficult to realize goal 1.

Recommendations from SUPRO to achieve MDGs:

1. Ensure subsidy and environment friendly appropriate technology in agricultural sector.
2. Identify khas-land and distribute properly among land-less people.
3. Support in small & medium enterprise should be increased. To save local industry import should be limited.
4. One sighted policy of WB-IMF & ADB need to avoid for achieving MDGs.
5. Need to ensure employment oriented technical education, change in vocational training method and reshuffle its total curriculum.
6. Increase income tax by reducing VAT and ensure corruption free tax administration.
7. Ensure budget allocation considering regional socio-economic condition, Govt. should introduce decentralized budget formulation process.
8. Ensure increased local govt. participation to evaluate & eradicate poverty.

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

Research Team:
Mousumi Biswas, Iqbal Uddin, Basanti Saha, Syed Aminul Haq, Mohammed Zakaria, Prodip Kumar Roy, Rezaul Karim Chowdhury.

House 13/3, Road 2, Shamoli, Dhaka 1207. Tel: +88 02 812 5181, 815 4673, Fax: +88 02 912 9395
Email: info@supro.org, Web: www.supro.org

সুপ্র ধারণাপত্র সিরিজ ১৫

এমডিজি অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ কি আদৌ সম্ভব?

এমডিজি ১: চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল

জুলাই ২০০৭

নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির যে সময়ে আমরা বাস করছি সেখানে মানুষের জীবন থেকে শুরু করে পণ্য, সেবা সবকিছুই বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসা ও ব্যবসায় বিনিয়োগ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে তা এখন আর কোন রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছে, প্রয়োজনে পাশাপাশি রাষ্ট্রের সীমানা মুছে দিয়ে অভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করছে। বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগে ধ্বংস হচ্ছে স্থানীয় শিল্প, ব্যাপক সংখ্যক মানুষ হারাচ্ছে কর্মসংস্থান। সম্পদের অসম বন্টনের কারণে সম্পদশালী মানুষ আরও সম্পদের অধিকারী হচ্ছে অন্যদিকে গরীব মানুষ হচ্ছেন আরও প্রান্তিক ও ক্ষমতাহীন।

২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজিস্বর যে ৮টি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে:

লক্ষ্য ১: চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল
লক্ষ্য ২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন
লক্ষ্য ৩: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
লক্ষ্য ৪: শিশু মৃত্যুহার হ্রাস
লক্ষ্য ৫: মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
লক্ষ্য ৬: এইচআইভি/ এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার
লক্ষ্য ৭: স্থায়ীত্বশীল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ
লক্ষ্য ৮: উন্নয়নে বিশ্বজনীন সহযোগিতা

উপরোক্ত পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার জন্য একুশ শতকের শুরুতে ২০০০ সালের ৬-৮ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ১৪৭ টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ মোট ১৮৯ টি দেশ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে মিলিত হন এবং সহস্রাব্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসন কর্মসূচিকে বেগবান করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্র একমত হয়ে কয়েকটি লক্ষ্য বা গোল নির্ধারণ করেন যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজি (গউএ্‌ গরষষবহহরঁস উবাবষড়ঢ়সবহঃ এড়ধষ) নামে পরিচিত।

২০১৫ সালকে টার্গেট করে সহস্রাব্দের যে উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার কাজের অগ্রগতি হিসেবে ২০০৭-এ আমরা কোথায় আছি, সেটিই এখন দেখার বিষয়। ২০০৭ সালের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশের জন্য লক্ষ্য, লক্ষ্য নির্ণয়ের সূচক, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সাল সময়কে ভিত্তি বছর ধরে এ সূচকের আওতায় তখনকার অবস্থা এবং তার বিপরীতে বর্তমান অবস্থা এই কয়েকটা বিষয় নিয়ে বর্তমান পর্যালোচনাটি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে দারিদ্র পরিমাপের জরিপ শুরু হয়। ওই সময় জরিপের পদ্ধতি ছিল পারিবারিক আয়- ব্যয় জরিপ। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা-ব্যয় জরিপে খাদ্র গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। জনপ্রতি প্রতিদিন ২১১২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্র গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্র গ্রহণকে চরম দারিদ্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

পারিবারিক আয়-ব্যয় জরিপস্বএর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু হিসেবে দারিদ্র অনুপাত ছিল ৫৮.৮ শতাংশ, ২০০০ সালে তা কমে দাড়িয়েছে ৪৯.৮ শতাংশে। পরিসংখ্যানগত সূচকের দিক থেকে যেমন চড়াবৎঃু এধঢ় ওহফবী ও ঝয়ঁধৎবফ চড়াবৎঃু এধঢ় অনুযায়ী জাতীয়, গ্রাম ও শহর পর্যায়ে গত এক দশকে দারিদ্র কমেছে। উপরোক্ত সময়কালে প্রতি বছর গড়ে শতকরা মাত্র এক ভাগ হারে দারিদ্র কমেছে।

এমডিজি এবং বাংলাদেশের দারিদ্র

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের দুটি টার্গেট রয়েছে।
প্রথম টার্গেটটি হলো; ভিত্তি বছর ১৯৯১ সাল অনুযায়ী দিনে এক ডলারের কম আয়ের লোকসংখ্যা রয়েছে ৫৮.৮%, এ সংখ্যা ২০১৫-র মধ্যে ২৯.৪% এ আনা।

২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল

সূচক ১৯৯০	ভিত্তি বছর অবস্থা	বর্তমান হার	অগ্রগতির হারে সময় লাগবে	বর্তমান
দিনে ১ ডলারের কম উপার্জনকারী জনসংখ্যার অনুপাত	৫৮.৮%	৪০.৯%	১%	২০১৯
দারিদ্র্যের আনুপাতিক পার্থক্য	১৭.২%	১০.৯%	০.৩%	২০২৮ সাল
জাতীয় ব্যয়ে দারিদ্রের অংশ	-	৯.১%	ঋণাত্বক	অনিশ্চিত
চরম দরিদ্র অবস্থায় রয়েছে এমন মানুষের অনুপাত	২৮%	৩৬%	ঋণাত্বক	অনিশ্চিত

এ টার্গেট মনিটরিং করার কয়েকটি সূচক রয়েছে; দিনে ১ ডলারের কম উপার্জনকারী জনসংখ্যার অনুপাত ও প্রকৃতি, যেটি ১৯৯০-৯৫ ভিত্তিবছরে ছিল ৫৮.৮% এবং ২০০০-০২ সালে ছিল ৪৯.৬% এবং বর্তমানে ২০০৭ সালে এসে সেটা দাড়িয়েছে ৪০.৯%। দারিদ্র্যের আনুপাতিক পার্থক্য ৯০-৯৫ ভিত্তিবছরে ছিল ১৭.২ এবং ২০০০-০২ সালে ছিল ১২.৯%এবং বর্তমানে ২০০৭ সালে এসে দাড়িয়েছে ১০.৯%। জাতীয় ব্যয়ে দরিদ্রের অংশ বর্তমানে ৯.১%।

দ্বিতীয় টার্গেটটি হল চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে অর্থাৎ ভিত্তি বছরের হিসেবে ২৮% হতে ১৪% এ নামিয়ে আনা। এ টার্গেটে দুটি সূচক রয়েছে : এক, চরম দরিদ্র অবস্থায় রয়েছে এমন লোকের আনুপাতিক সংখ্যা ১৯৯০-৯৫ সালে ছিল ২৮% যা ২০০০-০২ সালে ছিল ২০% এবং বর্তমানে এর পরিমাণ ৩৬%; যদিও ২০০৭ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এটা থাকার কথা ছিল ২১%।

›› ভেতরের পাতায়

দুই, ৫ বছরের কম বয়সী কম ওজনের শিশুদের হার ১৯৯০-৯৫ সালে ছিল ৬৭% যা ২০০০-০২ সালে ছিল ৫১% এবং বর্তমানে তা দাড়িয়েছে ৪৭.৫% এ।

দারিদ্রের সাম্প্রতিক অবস্থা

সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্রের হার কিছুটা কমলেও বাংলাদেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে দেশে দারিদ্রের হার ৭ শতাংশ কমলেও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ লাখেরও বেশি। অন্যদিকে এ ১৫ বছরের মধ্যে ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৫ বছরেই চরম দারিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩০ লাখ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর‌্যোর সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫ এর তথ্যমতে, দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে ৫ কোটি ৬০ লাখ মানুষ। ১৯৯১-৯২ সালে যেখানে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১৬ লাখ, সেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫ কোটি ৫৩ লাখ। ২০০০ সালে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫৮ লাখ। ১৯৯১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশে ১৫ বছরে গরীব মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ লাখেরও বেশি।

এমডিজিস্বর ১নং লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফস্বর অবদান

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ দৈনিক ১ ডলারেরও কম আয়ে জীবন যাপন করে। এমডিজিস্বর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে এসব মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে এবং একই সাথে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাও অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে। সাব সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয়ান অঞ্চল, উত্তর ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফস্বর বিভিন্ন নীতিমালার সাথে প্রদত্ত ঋণ এমডিজিস্বর লক্ষ্য অর্জনের চেয়ে পরিস্থিতিকে বরং নাজুক করে তোলে।

বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফস্বর ঋণ ও সাহায্যের সাথে প্রদত্ত শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য উদারীকরণ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ট্যারিফ ও কোটা সহ আন্ত বাণিজ্যের বাধা অপসারণ। বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোতে আমদানিকৃত সস্তা ও ভর্তুকি প্রাপ্ত পণ্য দ্রব্য প্রবেশের ফলে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও ছোট কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ঋণের সাথে যুক্ত থাকে রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানার বেসরকারিকরণের শর্ত । এতে করে শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে।

এমডিজিস্বর প্রথম লক্ষ্য চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলে আমদানি উদারীকরণ, শিল্প কারখানার বেসরকারিকরণের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। উদারীকরণ ও কলকারখানার বেসরকারিকরণের কারণে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মসংস্থান হারায়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বাংলাদেশ বিমান বেসরকারিকরণও অনেকগুলো পাটকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ কর্মহীন হয়ে যাওয়ার কারণে একদিকে যেমন উপার্জন ক্ষমতা হারাচ্ছে অন্যদিকে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও এমডিজি

এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তি ও এর বাস্তবায়ন গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রথমত, কৃষি চুক্তিতে যে অসমতা রয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের ফলাফল এমডিজি-র ৮ নং লক্ষ্যের জন্য এক বিরাট আঘাত। উন্নয়নশীল দেশগুলো জোর আপত্তি জানিয়ে বলেছে কৃষি চুক্তি হচ্ছে ভন্ডামি ও দ্বৈততার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যা ৮ নং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, কৃষি চুক্তি উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য আমদানি উৎসাহিত করে, ক্ষুদ্র কৃষককে ভূমিহীন করে, তাদের জীবন জীবিকা ধ্বংস করে এবং সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। এসব ঘটনা এমডিজি-র ১নং লক্ষ্য চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলকে অসম্ভব করে তোলে।

এমডিজিস্বর লক্ষ্য অর্জনে
সুপ্র-র পক্ষ থেকে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা হল:

১. কৃষি খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তুকি ও টেকসই পরিবেশসম্মত প্রযুক্তির যোগান দিতে হবে;

২. প্রকৃত ভূমিহীনদের জন্য খাসজমি চিহ্নিত ও সুষম বণ্টন করতে হবে;

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সহায়তা বাড়াতে হবে; দেশীয় শিল্প সুরক্ষার জন্য আমদানী সীমিত করতে হবে; বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি-র একমুখী নীতি অনুসরণ করা চলবে না;

৪. কর্মমুখী কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পদ্ধতি ও সিলেবাসের আমূল পরিবর্তন করতে হবে;

৫. ভ্যাট কমিয়ে আয়কর বৃদ্ধি ও কর প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে;

৬. অঞ্চলভিত্তিক আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে; বিকেন্দ্রিত বাজেট প্রণয়ন ব্যবস্থার অবতারণা করতে হবে;

৭. দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ ও দূরীকরণে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।

কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি ৯/৪, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১২ ৫১৮১, ৮১৫ ৪৬৭৩, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯১২ ৯৩৯৫, ইমেইল: info@coastbd.org ওয়েব: www.coastbd.org